যুগান্তর
সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬

পরবাস

দেওয়ান আবদুল বাসেত বাইশ বছর ধরে সৌদি আরবের রিয়াদে বসবাস করছেন সপরিবারে। তিনি সৌদি সরকারের কিং আবদুল আজিজ মেডিকেল সিটি রিয়াদে কর্মরত। কবি ছড়াকার আবদুল বাসেত রিয়াদ থেকে প্রকাশিত মরু পলাশ ওয়েব ম্যাগাজিনের সম্পাদক। সম্প্রতি তিনি ঘুরে গেলেন যুগান্তর পরবাস বিভাগ। তার সঙ্গে কথোপকথনে অংশ নেন শাকিল মামুদ

তখন আমি ঢাকা সেনানিবাসে সিভিল এডমিনিস্ট্রেশনে কর্মরত ছিলাম। ওখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সামরিক টিম আসত। ১৯৮৪ সালে সৌদি থেকে এলো একটা সামরিক টিম। তারা অনেকের ইন্টারভিউ নিল সৌদি সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করার জন্য। তো আমি সে ইন্টারভিউতে উৎরে যাই এবং ১৯৮৪ সালেই চাকরি নিয়ে সৌদি আরব যাওয়ার সুযোগ পাই। সৌদি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে কিং আবদুল আজিজ মেডিকেল সিটিতে পোস্টিং দেওয়া হয়। আরবি জানতাম না, জানতাম ইংরেজি। হাসপাতাল কম্পাউন্ডে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়। হাসপাতালের অফিসিয়াল সবকিছুই ইংরেজিতে। আমাকে তেমন কোনও অসুবিধায় পড়তে হল না। দেখি, আমি ছাড়া আর কেনও বাঙালি সহকর্মী আমার সঙ্গে নেই। আমার সহকর্মীরা বিশ্বের অন্য ৬৪টি দেশের মানুষ। শুরু থেকেই আমার সব সহকর্মীই আন্তরিক আচরণ করছিল আমার সঙ্গে। আমার মনে হয়েছে, তারা যেন দীর্ঘদিন ধরে আমাকে সহযোগিতা করার জন্যই অপেক্ষা করছিল। বলে রাখা ভালো, আমাদের অধিকাংশ সহকর্মীই মহিলা। বর্তমানে আমরা ৪ জন বাঙালি সৌদি সরকারের স্টাফ হিসেবে কাজ করছি হাসপাতালে।

বর্তমানে তিন কন্যা ও স্ত্রী নিয়ে বসবাস করছি হাইয়াল ওয়ারা আবাসিক এলাকায়। হাইয়াল ওয়ারার কাছেই বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ। রিয়াদে বসবাসরত বাঙালিদের সন্তানরা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। স্কুলটি প্রতিষ্ঠা পায় কিছু বাঙালির উদ্যোগে। সৌদি সরকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে স্কুলটিতে কেজি থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ানো হয়। এক হাজারের বেশি সৌদিতে বেড়ে ওঠা বাঙালি ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়ছে। আমার তিন মেয়ে বৃষ্টি, নদী, বৈশাখী পড়ছে ওই স্কুলে। বৃষ্টি পড়ছে দশম শ্রেণীতে। সে ক্লাসিক সঙ্গীতে পারদর্শী এবং সৌদির বিভিন্ন

প্রবাসীর মুখ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে থাকে। নদী হয় গতি ক্লাসিক নৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। ৬৫০ জন অভিভাবকের এক হাজারেরও বেশি ছেলেমেয়ে এই স্কুলে কেবল ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়তে পারে। ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর ছেলেমেয়েদের আর পড়ার সুযোগ থাকে না। বাবা-মায়ের চাকরির কারণে ছেলেমেয়েদের দেশেও পাঠানো সম্ভব হয় না। আমরা বাংলাদেশ সরকারের দিকে আকুল হয়ে তাকিয়ে আছি স্কুলটিকে ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত করার প্রত্যাশা নিয়ে।

আমি জব-ফ্যামেলি মেনটেনের ফাঁকে পুরো সময়টাই লেখালেখি নিয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত থাকি। ২০০২ সাল থেকে সাহিত্যবিষয়ক ওয়েব ম্যাগাজিন মরু পলাশ সম্পাদনা শুরু করি। এর আগে ১৯৮৭ সাল থেকে '৮৯ সাল পর্যন্ত হাতে লেখা মরু পলাশ প্রকাশ করতাম। হাতে লেখা মরু পলাশ সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা সাহিত্যকর্মীদের বাইপোস্টে পাঠিয়ে দিতাম। তাদের লেখাও সংগ্রহ করতাম বাইপোস্টে। আমার এই হাতের লেখা মরু পলাশে ছাপার জন্য বাংলাদেশ থেকেও লেখা যেত এবং আমি তা ছাপতাম। হাতে লিখে মরু পলাশ প্রকাশের কারণ ছিল— সৌদি অনুমোদন, বাংলা টাইপ মেশিন বা কম্পিউটার না থাকার কারণে। তারপরও হাতে লেখা মরু পলাশ পাঁচ হাজার কপি পর্যন্ত ছাপাতাম। কারণ, তার পাঠকপ্রিয়তা ছিল। মরু পলাশের প্রচ্ছদ এঁকে দিতেন একজন ফিলিপিনো— রিনিডি ইসানা।

৯১ সাল থেকে চেষ্টা করলাম প্রিন্ট করে মরু পলাশ প্রকাশ করতে। সৌদি অনুমোদনে মরু পলাশ এখন একটা ওয়েব ম্যাগাজিন। সৌদি থেকে আরও কিছু ওয়েব ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আমার এ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা— গল্পের বই ৩টি, কবিতার বই ১টি, ছড়া ৭টি, আরও দু'টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছি প্রবাসী কবিদের কবিতা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে।

আমি ভবিষ্যতে দেশে ফিরে আসতে চাই সপরিবারে। দেশে পড়ে তুলতে চাই মরু পলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স।